1 AUG 2017

শিক্ষকদের সেকাল ও একাল

খৈয়াম

একদা পাঠশালার মাস্টার মশাই বা মাস্টার সাহেবের হাতে বেত থাকত। শিক্ষার্থীরা বেয়াদবি করলে পিটিয়ে লাল করে দিতেন। অভিভাবকরা ছেলের বেত্রাঘাতে ফোস্কা পড়া হাত দেখে ভাবতেন, বিদ্যা গেলানোর দাওয়াই ঠিকমতো চলছে; এমন দাওয়াই ছাড়া জ্ঞানচক্ষু খুলবে কী করে? সে যুগে ছেলেকে পাঠশালায় ভর্তি করানোর সময় বাবা বলতেন, মাস্টার মশাই, আপনার কাছে ছেলেকে দিলাম, হাড়গুলো আমার আর রক্ত-মাংস আপনার। মানে আপনি মানুষ গড়ার স্বার্থে যত খুশি পেটাবেন। আমরা স্কুলে সেই দিনের কিছুটা ছিটেফোঁটা পেয়েছি। শিক্ষকদের মুখে তাদের মার খাওয়ার গল্প শুনেছি। তবে কোনোকালেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদের হাতে বেত ছিল না। ছাত্রদের ওপর হাত ব্যবহারেরও রেওয়াজ ছিল না। অবাধ্য ছাত্রদের আদেশ-উপদেশ দিয়ে শান্ত করতেন শিক্ষকরা। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে পুলিশ ডাকতেন, নিজেরা কখনও শক্তি প্রয়োগে প্রবৃত্ত হতেন না।

যুগের হাওয়া বদলেছে। গত ৩০ জুলাই উপাচার্য নির্বাচনের জন্য অনুষ্ঠিত সিনেট অধিবেশন চলাকালে কয়েকটি বাম ছাত্র সংগঠন সিনেট ভবনের ফটকের বাইরে বিক্ষোভ করছিল। তারা নানা স্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ড বহন করছিল। সেগুলোতে লেখা ছিল, 'সিনেটে শিক্ষার্থী প্রতিনিধি চাই', 'আগে ডাকসু পরে ভিসি,' 'ছাত্র প্রতিনিধিবিহীন উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন মানি না' ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার মতো ছিল না। এর মধ্যে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি ছিল না। মোট ১০৫ সদস্যবিশিষ্ট সিনেটের মধ্যে ৫০ সদস্যপদ শূন্য ছিল। সংবাদপত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, এক সময় শিক্ষার্থীরা গেট ভেঙে সিনেট ভবনের ভেতরে ঢুকে পড়ে। এমন ঘটনা বিরল নয়। তবে বর্তমান ভিসিপন্থি শিক্ষক-কর্মচারীদের ভূমিকা ছিল অনভিপ্রেত। শিক্ষকদের মনে হলো সেই আমলের পাঠশালার মাস্টার সাহেব। না, ভুল হলো। পাঠশালার শিক্ষকদের মধ্যে নীতিবোধ কাজ করত। তারা ব্যক্তিস্বার্থে কোনো শিক্ষার্থীর গায়ে হাত দিতেন না। কিন্তু ওইদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টাররা হীন স্বার্থে 'বেয়াদব' শিক্ষার্থীদের উচিত শিক্ষা দিতে উদ্যত হলেন। ফলে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাতাহাতি হলো। ঘটনা এখানে থেমে থাকল না। শিক্ষার্থীরা রাস্তায় বসে পড়ল। তাদের জোর করে উঠাতে এসে ধস্তাধস্তি হলো। শিক্ষার্থীদের বাড়াবাড়ি হয়ে থাকলে তা নিন্দনীয়। তবে শিক্ষকদের আচরণ অধিকতর নিন্দনীয়, অশিক্ষকসুলভ।

এ জন্য নাকি ছাত্রদের শাস্তি দেওয়া হবে। ধরে নিলাম, সে ক্ষমতা তাদের আছে। তারা এসব ছেলেমেয়েকে শিক্ষাঙ্গনছাড়া করতে পারেন। অনেক কিছু করতে পারেন। তবে সেটি হবে আরেকটি দুর্ভাগ্যজনক ও অশিক্ষকসুলভ ঘটনা; যা আমরা দেখতে চাই না, আমরা তাদের শিক্ষকের আসনে দেখতে চাই। শিক্ষকদের মধ্যে দলবাজি-ক্ষমতাবাজির খেলা দেখতে চাই না। আমরা চাই, শিক্ষকরা ছাত্রদের প্রতিপক্ষ হবেন না, পাশে থাকবেন। অন্যায়ের নিন্দা জানাবেন, ন্যায়ের পক্ষে থাকবেন।

কেউ কি অস্বীকার করতে পারেন, ডাকসু নির্বাচনের দাবি অযৌক্তিক? সিনেটে বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন নেই? দীর্ঘদিন ধরে ডাকসু নির্বাচন হচ্ছে না। স্বৈরাচারী এরশাদ আমলে ডাকসুসহ ছাত্র সংসদগুলোর নির্বাচন হয়েছে। আর গণতন্ত্রের দাবিদার বিএনপি-আওয়ামী লীগ শাসনামলে সব ছাত্র সংসদের নির্বাচন বন্ধ। এ জন্য আন্দোলন করা অপরাধ?

অন্যদৃষ্টি

এটি আমাদের ভুলে যাওয়ার ব্যাপার নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেবল বিদ্যাশিক্ষার পাদপীঠ নয়, আন্দোলনেরও পাদপীঠ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর থেকেই ১৯৪৮-৫২-তে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, ছাত্ররা বুকের রক্ত ঢেলে ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিল। '৫৮-তে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-র স্বাধিকার আন্দোলন এবং '৬৯-এ গণঅভ্যুত্থানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ছাত্ররা। এই চত্বরেই সংগ্রামী ছাত্ররা প্রথমে স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়েছিল। এসব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল, অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল ডাকসু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ)। আমরা দেখেছি, অতীতে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আজ তারা হীন স্বার্থের জোয়ালে বন্দি।